সমন্বিত ধান ও মাছ চাষ পরিচিতি

সমন্বিত পদ্ধতিতে একই জমিতে একসঙ্গে ধান ও মাছ চাষ করা হয় । এই পদ্ধতিতে এ দেশের গরীব কৃষক একই জমি থেকে এক সাথে দুটি ফসল ঘরে তুলতে পারেন। তাছাড়া, এ পদ্ধতিতে জমির আগাছা দমনের প্রয়োজন হয় না, পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হয় এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে যায় । হবিগঞ্জের হাওড় এলাকায় বোরো ধানের সাথে তেলাপিয়া চাষ করে বিঘাপ্রতি প্রায় ২০০০ টাকার বেশী আয় করা সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি এ পদ্ধতি পরিবেশ অনুকূল।

তেলাপিয়া মাছ

সমন্বিত ধান ও মাছ চাষের উপকারিতা

এ দেশের জনগোষ্ঠী চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। মাছ সহজলভ্য প্রাণীজ আমিষ হলেও মাছের সরবরাহ অপ্রতুল। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে হলে ফসলী জমিকে পুকুরে রূপান্তর করে মাছ চাষ করতে হয়। কিন্তু তা খাদ্য শস্য উৎপাদনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায়, অতিরিক্ত মাছের চাহিদা মেটাতে ধান ক্ষেতে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া একসাথে ধান ও মাছ চাষের আরো ভালো দিক রয়েছে । যেমন:

- ধানের ক্ষেতে মাছ চাষ করলে মাছ ক্ষেতের আগাছা খেয়ে ফেলে। ফলে আগাছা দমনের খরচ কমে যায়।
- মাছ পোকামাকড় খাওয়ার ফলে পোকামাকড়ের উপদ্রব অনেকাংশে কমে যায় । তাই কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পায়।
- মাছের বিষ্ঠা ও উদ্বৃত্ত খাবার জমিতে সারের যোগান দেয় ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।
- এ পদ্ধতিতে ধানের ফলন ১০ - ১৫% বৃদ্ধি পায়।

ধানের ক্ষেতে মাছ চাষ পদ্ধতি

- প্রচলিত ধান চাষ পদ্ধতির মতোই জমি তৈরি করতে হবে।
- জমির চার পাশের আইল উঁচু করতে হবে যাতে করে প্রয়োজনীয় পানি জমিতে ধরে রাখা যায়।
- ধান রোপণের দু'সপ্তাহ পরে বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশ) ২,০০০ - ২,৬০০ মাছের পোনা ছাড়তে হবে।
- তেলাপিয়া ও সরপুটি সবচেয়ে উপযোগী।
- পোনা ছাড়ার দিন থেকেই জমিতে ১০ - ১৫ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে।
- মাছের বৃদ্ধির জন্য সকালে ও বিকালে দু'বার করে ধান অথবা গমের গুড়া সরবরাহ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।
- ধান পাকলে, ধান কাটার আগে অথবা পরে মাছ ধরা যায় ।

ধানের ক্ষেতে মাছের পোনা ছাড়করণ

ধানের ক্ষেতে মাছের চাষ

ফ্যাক্টশীটঃ ধানভিত্তিক শস্যবিন্যাস

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

অধিবেশন ৩: মডিউল ৮
ফ্যাক্ট শীট ৬